DEPARTMENT OF HISTORY
Course : Both Honours & Programme
Semester : IV
Paper/Core Course : SEC-2-I (Unit- 1)
Name of the Teacher : Nilendu Biswas
[2nd Phase]
Topic : বাংলা সঙ্গীতের বিকাশ

❖ জয়দেবের গীতগোবিন্দ বাংলা সঙ্গীত চর্চায় কী অবদান রেখেছিল ?

উঃ বাংলা সাহিত্য ও সঙ্গীতের ইতিহাসে যিনি আদি ও মধ্যযুগ-স্বভাবের অপরিহার্য সেতুরূপে বিরাজমান তিনি লক্ষ্মণ সেনের সভা কবিদের অন্যতম জয়দেব গোস্বামী । তাঁর রচিত 'গীত গোবিন্দ' ছিল প্রবীণ সাহিত্য ও নবীন সাহিত্যের মধ্যে সেতু স্বরূপ । গীত গোবিন্দে ২৪টি সংস্কৃত পদ কতকগুলি অল্পবিস্তর প্রাসঙ্গিক সংস্কৃত শ্লোকে গ্রথিত হয়ে ১২টি সর্গ সমন্বিত কাব্যরূপে উপস্থাপিত হয়েছে । 'রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি যমুনাকূলে রহঃকেলয়ঃ'- যমুনা কূলে রাধামাধবের বিজনকেলিকে বন্দনা করে জয়দেবই সর্বপ্রথম বাংলাদেশে বৈষ্ণব গীতিকবিতার রসস্রোতকে বইয়ে দিয়েছিলেন । জয়দেবের মধুর কোমলকান্ত পদাবলী বাঙালীর সাহিত্যধারাকে সঞ্জীবিত এবং গীত-তরঙ্গে হিল্লোলিত করে তুলেছে ।

গীত গোবিন্দের গোত্র পরিচয় নিয়ে মতভেদ আছে, কারণ এই গ্রন্থের রচনা প্রণালী বিচার করে বিভিন্ন পন্ডিত ব্যক্তি বিভিন্ন মতপ্রকাশ করেছেন । উইলিয়াম জোন্স একে বলেছেন রাখালী নাট্যগীতি, পিশেল ও লিভি এটাকে গান ও নাটকের মাঝামাঝি অপেরার শ্রেণিভূক্ত করেছেন । প্রাচিন গ্রিসে গীতিপ্রধান নাটককেই মেলোড্রামা বলা হত । যদিও গীত গোবিন্দকে মেলোড্রামা বলা চলে না । কারণ এতে ট্র্যাজেডির আঙ্গিক নেই । নাটকীয় সংলাপ ও নাটকীয় ঘটনা আছে, কিন্তু শুধু এই দুটি বৈশিষ্ট্যে কোন গ্রন্থ সার্থক নাটক হয় না । তবে গীত গোবিন্দকে মেলোড্রামার লক্ষ্মণাক্রান্ত বলতে পারি ।

তবে কাব্যটির বহিরঙ্গ বিচার করলে এটিকে খন্ডকাব্য বলেই মনে হয় । কারণ এটি কৃষ্ণ, রাধা ও সখীর সংলাপ ও গানের সাহায্যে আখ্যান আকারে বিধৃত হয়েছে । যদিও নাটকের মত কেবল চরিত্রগুলো কথা বলেনি, স্বয়ং কবিও অনেক স্থলে আত্মপ্রকাশ করে ঘটনা ও পাত্র-পাত্রীর সংযোগ রক্ষা করেছেন । এতে আখ্যান, নাটকীয়তা ও সঙ্গীত-- এই ত্রিবিধ বৈশিষ্ট্যের প্রভাব রয়েছে । ইউরোপীয় বিশেষজ্ঞরা এর নাট্য লক্ষ্মণটির দিকে বেশি দৃষ্টি দেওয়ার ফলে গীত গোবিন্দকে মেলোড্রামা বলেছেন । বাংলা সাহিত্যে নিজস্ব সুরটি জয়দেবের কাব্য থেকে বয়ে এসেছে বলে জয়দেব সংস্কৃতে কাব্য রচনা করলেও বাংলা সাহিত্যের আদি কবি বলে স্বীকৃত ।

আপাতদৃষ্টিতে গীত গোবিন্দে নাটকের আবরণ আছে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে গীত গোবিন্দ গীতিসর্বস্ব । গীত গোবিন্দ নামই এর নিদর্শন । এর ১২টি সর্গে কৃষ্ণ, রাধা ও সখীর উক্তিগুলি গীতের আকারে সাজানো রয়েছে এবং প্রকৃতি অনুযায়ী মাত্রাছন্দে রচিত এই গেয় পদগুলিই এর প্রাণ । কিন্তু গানগুলি শুধু গীতি-মাধুর্যে নয়, শিল্প-চাতুর্যেও মনহরণ করে । আবার এই গানের সঙ্গে আখ্যানবস্তু, বর্ণনা, কথোপকথন এবং পদাবলীর যোগসূত্র হিসাবে সংস্কৃত ছন্দে রচিত শ্লোকগুলিও পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত ।

❖ মঙ্গলকাব্যে মধ্যযুগীয় সঙ্গীত সাধনা কতদূর প্রতিফলিত হয়েছিল ?

উঃ দ্বাদশ শতকে বাংলায় তুর্কি আক্রমণের সময় থেকে শুরু করে ইংরেজ অধিকারের পূর্বকাল বা অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত বাংলা সাহিত্য গীতিমূলক ছিল । এই যুগে বাংলা কাব্য পাঠ বা আবৃত্তি করার রীতি ছিল না । মন্দিরা, মৃদঙ্গ, নূপুর ও চামর সংযোগে একাকী বা দলবদ্ধ ভাবে গান করা হত । দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে দেব দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনামূলক বিশেষ এক ধরনের সাম্প্রদায়িক গীতিমূলক সাহিত্য প্রচলিত ছিল । এই সাহিত্য 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত ।

অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গল শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মনে করেন, মঙ্গলকাব্যগুলি গান করে দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হত, সেই গান এক বিশেষ সুরে হত । বাংলা যাত্রা গানে যেমন গান ও গমন উভয়ই, হিন্দিতে মঙ্গল মানে মেলা, যাত্রা বা গমন বোঝায়। যে গান শুনলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত এবং যে গান একদিকে যাত্রা করে আরম্ভ হয়ে ৮ দিন চলে তাকেই মঙ্গল গান বলা হয় । এই যুগে বাংলা কাব্য পাঠ বা আবৃত্তি করার রীতি ছিল না । মন্দিরা, মৃদঙ্গ, নূপুর ও চামর সংযোগে একাকী বা দলবদ্ধ ভাবে গান করা হত । দ্বাদশ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত বাংলাদেশে দেব দেবীর মাহ্যত্ম বর্ণনামূলক বিশেষ এক ধরনের সাম্প্রদায়িক গীতিমূলক সাহিত্য প্রচলিত ছিল । এই সাহিত্য 'মঙ্গলকাব্য' নামে পরিচিত ।

অবশ্য মঙ্গল কথাটি কুব প্রাচিন নয় । আধুনিককালেই এই নামটি যুক্ত হয়েছে । 'মঙ্গল' শব্দের অর্থ কল্যাণ । ব্যক্তিগত কল্যাণ কামনায় দেবতার আর্শিবাদ প্রার্থনা করে যে গান রচিত হয় তাকে 'মঙ্গল' বা 'মঙ্গল গান' বলে । এই মঙ্গল গানের আর এক নাম 'অষ্টাহগীত' বা 'অষ্টাহ সঙ্গীত'। কারণ আট দিন ধরে এই গান চলত । এক মঙ্গলবারে আরম্ভ হয়ে পরের মঙ্গলবারে শেষ হত । কিন্তু মনসামঙ্গল ও ধর্মমঙ্গল সম্বন্ধে এই নিয়মের ব্যতিক্রম দেখা যায়। মনসামঙ্গল সমগ্র শ্রাবণমাস ধরে গাওয়া হত একসঙ্গে বারো দিন ধরে।

অধ্যাপক চারু বন্দ্যোপাধ্যায় মঙ্গল শব্দের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে মনে করেন, মঙ্গলকাব্যগুলি গান করে দেবতার মাহাত্ম্য ও পূজা প্রচার করা হত। সেই গান এক বিশেষ সুরে হত । বাংলা যাত্রা গানে যেমন গান ও গমন উভয়ই, হিন্দিতে মঙ্গল মানে মেলা, যাত্রা বা গমন বোঝায়। যে গান শুনলে মঙ্গল হয়, যে গানে মঙ্গলকারী দেবতার মাহাত্ম্য প্রচারিত, যে গান মেলায় গীত এবং যে গান একদিকে যাত্রা করে আরম্ভ হয়ে ৮ দিন চলে তাকেই মঙ্গল গান বলা হয় ।

শ্রীচৈতন্যদেবের আর্বিভাবের পূর্বেই মঙ্গল চন্ডীর গীত ও বিষহরির গান এদেশে বহুল প্রচারলাভ করেছিল । লোকমুখে ছড়ার আকারে প্রচলিত প্রাচিন কাহিনিকে অবলম্বন করে খ্রিষ্টীয় দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকে ছোট ছোট পাঁচালীর আকারে এগুলি লেখা হয়েছিল । মুসলমান রাজত্বের ভিত্তি স্থাপনের সময়েই এই শ্রেণির সাহিত্য সৃষ্টি হয়েছিল । মুসলিম আক্রমণে, সমাজের মধ্যে উপদ্রব পীড়ন, আকস্মিক উৎপাত, অনিশ্চয়তার সময়েই মঙ্গলকাব্যে দেব মর্যাদা দিয়ে সমস্ত দুঃখ দূর করার জন্য দেবতাকে অনিয়ন্ত্রিত ইচ্ছার সঙ্গে সংযুক্ত করার জন্য মঙ্গলগীতির আর্বিভাব ঘটেছিল ।

এইভাবে অসহায় উচ্চতর আদর্শভ্রষ্ট জাতি দেবদেবীর ওপর আত্মসর্ম্পণ করলো । এই দেবদেবীর অধিকাংশই লৌকিক দেবতা । এঁরা হলেইন শিব, মনসা, চন্ডী, কালিকা, শীতলা, ধর্মঠাকুর, দক্ষিণা রায় । এই সব অনার্য দেবদেবীর ওপর পৌরাণিক আভিজাত্য আরোপ করে তাদের মর্যাদা বাড়িয়ে দেওয়া হল । ষোড়শ শতকের মাঝামাঝি থেকে লৌকিক দেবতাদের প্রাধান্য কমে গেলে পৌরাণিক দেবদেবীরা মঙ্গকাব্যে আসন দখল করলো ।

==00==